যুগান্তর

তারিখ 05 JAN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বছরজুড়ে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস কর্তৃপক্ষের অস্বীকার

প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতি বছরই এখন নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, বোর্ড কিংবা চাকরির যে কোনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠছে প্রতি বছরই। একটি চক্র এ অপকর্মের মাধ্যমে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। এসব ঘটনায় মাঝে মধ্যে জালিয়াত চক্রের এক-দুজন সদস্য আটক হলেও মূল হোতারা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। ফলে প্রশ্নপত্র ফাঁস নির্মূল করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমানে এটি অনেকটাই মহামারী আকার ধারণ করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হয়ে থাকে পরীক্ষার এক-দুদিন আগে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরীক্ষার আগের দিন রাতেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে থাকে। পরে তা ই-মেইল কিংবা মুঠোফোনের ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়। বেশ কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত সরকারি মুদ্রণালয়ে (বিজি প্রেসের) কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী। অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সারা দেশের আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ায় ওই চক্র প্রশ্নপত্র ফাঁসের ক্ষেত্রে অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করছে। কর্তৃপক্ষের চোখ ফাঁকি দিতে তারা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে ওই কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। দলটি করা হয় কিছুটা মেধাবী বিপথগামী শিক্ষার্থীদের নিয়ে। প্রশ্ন ছাপানোর দায়িত্বে থাকা জালিয়াতি চক্রের ওই সদস্যরা তা মুদ্রণের সময় প্রশ্নটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নেয়। পরে তারা কয়েকজন মিলে পালাক্রমে ধাপে ধাপে পুরো প্রশ্ন মুখস্থ করে ফেলে। পরে সুযোগমতো বাইরে এসে তা লিখে পাঠিয়ে দেয় জালিয়াত চক্রের অন্য সদস্যদের কাছে। তা বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ও সারা দেশে নির্দিষ্ট সদস্যদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এভাবে মুহূর্তের মধ্যেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও প্রশ্ন ছড়িয়ে পড়ে। জালিয়াত চক্রের এ সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কারণেই তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগের দিন রাতে কিংবা পরীক্ষার শুরুর কিছু সময় আগে ফাঁস হয়ে থাকে। অনেক সময় পরীক্ষা শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যে কিছু অসাধু শিক্ষক-শিক্ষার্থী হলের ভেতর থেকে তাদের সিন্ডিকেটের সদস্যদের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র বাইরে পাঠিয়ে দেয়।

বিরাট এক ছকে বছরের পর বছর ধরে প্রশ্ন ফাঁস করে যাচ্ছে একটি চক্র। দুই পদ্ধতিতে পাঁচ ধাপে ফাঁস হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। কয়েকটি সক্রিয় জালিয়াত চক্রের কয়েকশ সদস্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বছরজুড়ে এ কাজ করছে। হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এসব ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নজির না থাকায় চক্রগুলোকে নিবৃত করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এদের সমন্বয়ক হিসেবে থাকা প্রশাসনের ও রাজনৈতিক দলের কিছু ব্যক্তি। এরা ডিজিটাল ও অ্যানালগ দুই পদ্ধতিতে প্রশ্ন ফাঁস করে থাকে। প্রশ্ন ফাঁসকারীরা নির্দিষ্ট কোনো পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করে না। বরং বছরজুড়েই তারা ব্যস্ত থাকে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের মতো ঘৃণ্য এ কাজে। প্রশ্ন ফাঁসের এ ধরনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গত বছরের ৬ অক্টোবর 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের মহামারী' শিরোনামে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।